পুতিনের পতন?

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

“রাশিয়ায় নাকি বিদ্রোহ শুরু হয়েছে? একদা পুতিনপন্থী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যেই অনেকেই নাকি আজ পুতিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে? সত্যি নাকি?”

একটি গবেষণাপত্র লিখছিলাম। প্রশ্নটি শুনে ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে অফিসের দরজার দিকের তাকালাম। শুভময়, আমার সহকর্মী, অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক শুভময় সেন, মস্ত একটি কফি মাগ হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে।

বললাম, “দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো, বসো!”

শুভময় আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, “এবার বলো তো ব্যাপারটা কী? আমি তো আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষ ফলো করি না, কিন্তু আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত একটি লেখা হঠাৎই চোখে পড়ল। তাই ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞেস করি। তুমি তো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখেছ গত এক-দেড় বছরে। অবশ্য তুমি ব্যস্ত থাকলে...”

“না না, ব্যস্ত নই,” শুভময়কে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলাম, “ওই একটা পেপার লিখছিলাম। দিনগত পাপক্ষয় আর কী! যাই হোক, যতটুকু জানি বলছি তোমাকে। হ্যাঁ, সম্প্রতি রাশিয়ায় একটা বিদ্রোহ হয়েছে ঠিকই। অবশ্য বিদ্রোহ না বলে, সেটাকে অণু-বিদ্রোহ বলাই ভাল।”

“অণু-বিদ্রোহ?” বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করল শুভময়।

“হ্যাঁ, অণু-বিদ্রোহ। গত ২৩শে জুন, ওয়াগনার গ্রুপ নামক রুশ সরকার অর্থায়িত একটি প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি—সোজা বাংলায় যাকে বলে ভাড়াটে সৈন্য দল—পুতিনের বিরুদ্ধে হঠাৎই বিদ্রোহ করে ওঠে। ওয়াগনার গ্রুপের প্রধানের নাম ইয়েভগেনি প্রিগোজ়িন। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রিগোজ়িন পুতিনকে সমর্থন করে আসছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশ্যে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং চিফ অফ জেনারাল স্টাফের সমালোচনাও করে চলে ছিলেন। প্রিগোজ়িনের বক্তব্য—সামরিক ব্যর্থতার কারণে যুদ্ধে রাশিয়ার যতটা ভাল ফল করার কথা ছিল ততটা তারা করতে পারছে না, রুশ সরকার তাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের যথেষ্ট নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাশিয়া নিজেদের একাধিক অঞ্চল প্রায় উপহার হিসাবেই ইউক্রেনের হাতে তুলে দিয়েছে। এই ধরণের সমালোচনার ফলেই নাকি রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রক (এমওডি) কিছুদিন আগে সরাসরি আঘাত হানে ওয়াগনার গ্রুপের উপর—মিসাইল ব্যবহার করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের ঘাঁটি যার ফলে ওয়াগনার গ্রুপের কয়েক হাজার সদস্যের মৃত্যু হয়।”

কফিতে চুমুক দিয়ে শুভময় জিজ্ঞেস করল, “তারই ফলশ্রুতি এই বিদ্রোহ?”

“ঠিক তাই। অন্তত প্রিগোজ়িনের দাবি তা-ই। তবে বিদ্রোহ শুরুর ঠিক আগে প্রিগোজ়িন আরও নানা অভিযোগ করেন রুশ সরকারের বিরুদ্ধে।”

“কী রকম?”

“২৩শে জুন, অর্থাৎ বিদ্রোহ শুরুর দিন, সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায়, প্রিগোজ়িন দাবি করেন যে ইউক্রেনকে আক্রমণের পক্ষে রুশ সরকারের দেওয়া যুক্তিগুলি মিথ্যে। বস্তুত, ইউক্রেনকে আক্রমণ করার একটিই উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার—রুশ ‘এলিট’-দের স্বার্থপুরণ করা। ইউক্রেনকে একটি আক্রমনাত্মক প্রতিপক্ষ হিসাবে চিত্রিত করে জনসাধারণ এবং পুতিনকে প্রতারিত করার চেষ্টা করার জন্য এমওডিকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন প্রিগোজ়িন সেই বার্তায়। প্রিগোজ়িন আরও জানান—যুদ্ধ শুরু করার জন্য সরকারের একটি অংশের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল।”

“এ তো সাংঘাতিক অভিযোগ! অভিযোগ করার পর?”

“অভিযোগ করার পর সরাসরি অ্যাকশন। ২৪শে জুন ভোরে, ওয়াগনার বাহিনী ইউক্রেনের লুহানস্ক শহর থেকে রাশিয়ার রোস্তভ ওব্লাস্টে শহরে প্রবেশ করে এবং কোনওরকম প্রতিরোধ ছাড়াই দ্রুত রোস্তভ-অন-ডন শহর দখল করে। এই রোস্তভ-অন-ডনেই অবস্থিত রাশিয়ার সাদার্ন মিলিটারি ডিস্ট্রিক্টের হেডকোয়ার্টার। তাই এই শহর দখল করার তাৎপর্য বুঝতেই পারছ! তবে শুধু এই শহরটিই দখল করে থেমে যায়নি ওয়াগনার বাহিনী। ওই দিনই, ওয়াগনার বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত দু’টি মিলিটারি কলাম—ট্যাঙ্ক, বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র এবং সামরিক ট্রাক-সহ—মস্কোর উদ্দেশে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রথম মিলিটারি কলামটি আসে রোস্তভ-অন-ডন থেকেই। আর দ্বিতীয়টি রাশিয়ায় প্রবেশ করে ইউক্রেনের রাশিয়া-দখলকৃত অঞ্চল থেকে।”

“আরে বাব্বা, আমার তো হীরক রাজার মূর্তির ভাঙার জন্য উদয়ন পণ্ডিতের নেতৃত্বে ছাত্রদের মাঠে জড়ো হওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে যাচ্ছে! এনিওয়ে, রাশিয়ার এমওডি কোনও প্রতিরোধ করেনি?”

“প্রথম দিকে নয়। তবে পরের দিকে করেছিল। ওয়াগনার বাহিনী যখন রোস্তভ-অন-ডন এবং মস্কোর ঠিক মাঝামাঝি, মস্কোর নির্দেশে রুশ বাহিনী অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার যুদ্ধবিমান ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে তাদের। এর ফলে ওয়াগনার বাহিনির কয়েকজন সদস্য প্রাণ হারান ঠিকই, কিন্তু ক্ষতি বেশি হয় রাশিয়ারই। অন্তর তেরো-চোদ্দ জন রুশ সৈন্য প্রতিরোধ করতে গিয়ে ওয়াগনার বাহিনীর হাতে নিহত হন। একটি রুশ হেলিকপ্টার এবং একটি রুশ যুদ্ধবিমানও ধ্বংস হয় ওয়াগনার বাহিনীর হাতে।”

শুভময় বলল, “বুঝলাম। কিন্তু মস্কো অবধি তো পৌঁছতে পারেনি ওয়াগনার বাহিনী, তাই না?”

বললাম, “না। মস্কো থেকে ৪০০ কিলোমিটার দুরের শহর লিপেৎস্ক ওব্লাস্ট অবধি পৌঁছতে পেরেছিল ওয়াগনার বাহিনী ২৪শে জুন সন্ধ্যায়। তারা যখন সেখানে অবস্থান করছে, তখনই পুতিনের অনুরোধে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে বেলারুসের রাষ্ট্রপতি অ্যালেক্সাণ্ডার লুকাশেঙ্কো কথা বলেন প্রিগোজ়িনের সঙ্গে। তিনি প্রিগোজ়িনকে আশ্বস্ত করেন এই বলে—ওয়াগনার বাহিনীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে রুশ সরকার। পরিবর্তে প্রিগোজ়িনকে বিদ্রোহ থামাতে হবে এবং তাঁর বাহিনীকে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। সেদিনই রাতে একটি অডিও বার্তায় প্রিগোজ়িন জানান, তিনি আর রক্তপাত চান না, তাই বেলারুসের রাষ্ট্রপতির কথা মেনে নিয়েছেন। অতএব, বিদ্রোহের সেখানেই ইতি।”

শুভময় বলল, “বুঝলাম। দেড় দিনের বিদ্রোহ, তাই অণু-বিদ্রোহ বললে তুমি!”

হেসে বললাম, “ঠিক তাই।” তারপর একটু থেমে, “অবশ্য এই অণু-বিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।”

“তাই নাকি? কেন বলছ এ কথা?” জানতে চাইল শুভময়।

বললাম, “অন্তত দুটি কারণে। প্রথমত, এই বিদ্রোহ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ার ‘অত্যাধুনিক’ এবং ‘নিশ্ছিদ্র’ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী ভীষণ ঠুনকো। এফএসবি—ক্রেমলিনের প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবা সংস্থা—দীর্ঘকাল ধরে

আক্রমণ ‘প্রতিরোধ’-এর ওপর ব্যাপক জোর দিয়ে এসেছে। এই এফএসবির তথ্যদাতা ওয়াগনার গ্রুপের মধ্যেও ছিল। তবুও বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে, আশ্চর্যজনকভাবে, প্রিগোজ়িনের পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্রেমলিনকে সতর্ক করার জন্য এফএসবির পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই মনে হয়। শুধু তা-ই নয়, ওয়াগনার বাহিনীর মস্কোর উদ্দেশে যাত্রার সময়ে রাশিয়ার প্রতিরোধের যে চিত্রটা দেখা যায় তা একেবারেই ইম্প্রেসিভ নয়। খবরে প্রকাশ, ন্যাশনাল গার্ড—রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং অস্থিরতা দমন করা যে সংস্থার দায়িত্ব—ওয়াগনার বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। এফএসবিকেও—যাদের বেশ কয়েকটি বিশেষ বাহিনী রয়েছে—প্রতিরোধের জন্য কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। পরিবর্তে, তারা একটি প্রেস রিলিজ জারি করে ওয়াগনারের সদস্যদের বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকার এবং প্রিগোজ়িনকে গ্রেপ্তার করার আহ্বান জানিয়েই কর্তব্য সেরেছিল।”

শুভময় বলল, “বুঝলাম। আর এই বিদ্রোহের তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ?”

বললাম, “এই বিদ্রোহের কারণে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পুতিন যে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার আবহ তৈরি করেছিলেন বলে বলা হত, তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ বুঝিয়ে দিয়েছে পুতিনকেও কাবু করা যায়, পুতিনের সাম্রাজ্যকেও ফেলা যায় চ্যালেঞ্জের মুখে। এর ফলে ইউক্রেন নতুন উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা বলাই বাহুল্য। শুধু তা-ই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলি, এই ঘটনার ফলে, পুতিনকে দুর্বল রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই বিবেচনা করবে বলে মনে হয়। ফলত, তারা ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ চালিয়ে যেতে আরও উৎসাহ পাবে এবং মস্কোর উপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে।”

শুভময় এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “এর ফলে তো যুদ্ধে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছে পরাজিতও হতে পারে, তাই না? ঘর সামলাতে গিয়ে এমন হতেই পারে যে পুতিন যুদ্ধে যথেষ্ট মনোনিবেশ করতে পারলেন না। এমনকী এও সম্ভব, বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রুশ সামরিক বাহিনীর একটি বড় অংশকে ফেরত আনতে হল তাঁকে। একই সঙ্গে, তোমার কথা মতো, নতুন উদ্যমে যদি যুদ্ধে ঝাঁপায় ইউক্রেন, রাশিয়াকে পর্যুদস্ত করার তো যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাদের।”

বললাম, “অসম্ভব নয়। তবে সেটা যদি হয়, পুতিনের পতন প্রায় নিশ্চিত। কারণ যেই যুদ্ধে পারজিত হতে শুরু করবে রাশিয়া, প্রিগোজ়িনের মতো পুতিনের ঘরের শত্রুরাই পুতিনকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য বহু জাতীয়তাবাদী দলও পুতিনকে গদি থেকে টেনে নামাতে চেষ্টা করবে। এমনকী পুতিনের ওপর আঘাত আসতে পারে যুদ্ধে পরাজিত রুশ সামরিক বাহিনীর দিক থেকেও কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য তারা পুতিন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদেরই দায়ী মনে করবে। রাজার কোমরে দড়ি জড়িয়ে সেটা ধরে যদি সবাই মিলে একসঙ্গে টান মারে, শেষেমেশ যে ‘রাজা হবে খানখান’, তা বলাই বাহুল্য!”

“বুঝলাম,” বলল শুভময়, “তাহলে উত্তর গোলার্ধের পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে—সেটা বলাই যায় বলো?”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, “তা তো বটেই। তবে এখন আর আলোচনা নয়। তোমাকে কফি খেতে দেখে সেই কখন থেকে আমারও কফির যখন প্রাণটা হাঁকপাঁক করছে! চলো ফ্যাকাল্টি লাউঞ্জে যাই। শুনলাম একটা জবরদস্ত কফি মেশিনের আগমন ঘটেছে ক’দিন হল!”

দেশ, ১৭ জুলাই ২০২৩